দৈনিক ইনকিলাব

075

তারিখ 17 MAR 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

স্কুলের বেতন বৈষম্য

সরকারী ও বেসরকারী হাই স্কুলগুলোতে ছাত্র বেতনের বৈষম্য সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা কম হয়নি। এ বিষয়টি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও কম হয়নি। কিন্তু এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট হলে এতদিনে স্কুলে ছাত্র বেতন বৈষম্য সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হোত বলে আমরা মনে করি। এ সমস্যা দিন দিন যেভাবে প্রকট আকার ধারণ করছে তাতে এখনি এ সমস্যা সমাধানের জন্য দৃষ্টি দেয় না হলে অনেক দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর লেখা-পড়া আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। অভিভাবকমহলও তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন।

পাঠ্য বই, কাগজ, কলম, পেন্সিল, পিকনিকসহ নানা ধরনের চাঁদা বাবদ একজন ছাত্র-ছাত্রীকে বছরে মোটা অংকের টাকা ব্যয় করতে হয়। স্কুলের ড্রেস, খাতা-পত্র সবকিছুই অতি প্রয়োজনীয়। টিফিন খরচও অপরিহার্য। এভাবে স্কুল বেতন, ফী ও শিক্ষা সামগ্রীর মোটা অংকের অর্থ বহন করতে গিয়ে অনেক অভিভাবকেরই আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তাদের পক্ষে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড— এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করার ক্ষমতা কোথায়? এমতাবস্থায় বছর বছর ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রতিযোগিতামূলক প্রবণতা দেখে তাঁরা বিচলিত না হয়ে পারেন না। এ পরিস্থিতি শিক্ষা ও অশিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করার পথে বড় রকমের প্রতিবন্ধকতা। এ সত্য স্বীকার করে নিয়ে এ সমস্যার দ্রুত সমাধানের পন্থা বের করা অপরিহার্য। ছাত্র ভর্তি সমস্যা হতে শুরু করে একটি শিক্ষাবর্ষ শেষ করা পর্যন্ত একজন স্কুল ছাত্র-ছাত্রীকে যেসব আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা উপরোক্ত আলোচনা হতে সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের এসব সমস্যা সমাধানের কোন লক্ষণই আজ পর্যন্ত দেখা যায় না। বরং সমস্যা আরো বৃদ্ধিই পাচ্ছে। সরকারী স্কুলগুলোর ছাত্র বেতন মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও বেসরকারী স্কুলের ছাত্রবেতন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলোর মধ্যে বেতনের তারতম্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এ কারণেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারীকরণের দাবী আসতে থাকে। বেতনের এই বৈষম্য দূর করতে না পারলে দেশে শিক্ষা সংকট যে ক্রমান্বয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—মোজহারুল হক (বাবুল)